এই যে—শাস্ত্রাজ্ঞোল্লঙ্ঘন শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করার নাম পাপ, আর শ্রীভগবান ও তাঁহার সম্বন্ধান্বিত বস্তুর অমর্য্যাদা করা অপরাধ। যেমন ব্যবহারজগতে রাজার আইনের অমর্য্যাদা করিলে যে দণ্ড হয়, তাহা হইতেও রাজপুরুষের অমর্য্যাদা করিলে দণ্ড আরও অধিক হয়। পাপ ও অপরাধের এই জাতীয় ভেদ বুঝিতে হইবে। দেহ দৈহিকবিশিষ্ঠ মানবের পক্ষে অন্য আর একটি অপরাধের কথা পদ্মপুরাণের বৈশাখ-মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে। যথা—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনঃ নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

যাহারা ভগবৎ কীর্ত্তনকে অবমান করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা সেই পাপকর্ম্মের জন্য ঘোর নরকে প্রবেশ করে। এই সকল অপরাধের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়াই পদ্মপুরাণেও উল্লেখ আছে—

নামাপরাধযুক্তানাম্ নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তি প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

যে জন নামাপরাধকারী, তাহার পক্ষে নামই অপরাধের একমাত্র মহাপ্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু অবিশ্রান্ত-প্রযুক্ত শ্রীনামই সকল অপরাধ ধ্বংস করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা সকল প্রয়োজনসাধক। এই অপরাধ প্রসঙ্গে ইহাই বুঝা আবশ্যক যে—যদি কোন মহতের নিকটে অপরাধ হয়, তবে তাঁহার সন্তোষের জন্যই অন্তত শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করা কর্তব্য। যেহেতু শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতির চরিত্রে দেখা যায়—বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীভগবানের চরণে দুর্ব্বাসা মুনি নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ভগবান তাঁহাকে উক্ত মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতার আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রেও দেখা যায় যে—চাপাল গোপাল নিজকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে অনেক কাঁদিলেও তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমাদের শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ, তাঁর কাছে গিয়া প্রসন্ন হও, তবেই নিষ্কৃতি পাইবে।" নামকৌমুদীতেও উল্লেখ আছে যে—

মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা।

কোন মহতের নিকটে অপরাধ হইলে তাহার দুঃখ-ফলভোগেই তাহার নিবৃত্তি হয়, অথবা সেই মুহূর্তের অনুগ্রহে নিবৃত্তি হয়। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেও আবার পরবর্ত্তী বিধিই বলবান। অতএব পতিত, দুর্গত, পাপী, অপরাধী, বিষয়ী, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্ত প্রভৃতি সকলের পক্ষেই এক শ্রীনামভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া "এতন্নির্বিদ্যমানানাম্" শ্লোকে শ্রীনাম-কীর্ত্তনকে যে অভয়সাধন বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা খুব সুন্দরই